দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 29 MAY 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

057

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। অথচ অমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে আজও নানা সমস্যা বিরাজ করছে। প্রথমতঃ ভর্তি সমস্যা। ভর্তি সমস্যা আজকের নতুন নয়। ছাত্র অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম, তাই ভর্তি সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। আর পুরানো প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন সংখ্যা ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। তাও যদি না হয় পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুই শিফট ক্লাস করানো গেলে ভর্তির সমস্যা কিছুটা কমতে পারে। শিক্ষা উপকরণের দাম বাড়তি। তাই অনেক অভিভাবকের পক্ষে শিক্ষা উপকরণ যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ করে দেশের গরীব অভিভাবকের পক্ষে।

দ্বিতীয়তঃ সেশনজট। এই সেশনজট বহুদিন থেকে চলে আসছে। এক বছরের পরীক্ষা আরেক বছরেও নয় না। কোন রকমে পরীক্ষা হলেও সময়মত ফলাফল প্রকাশ হয় না। ফল প্রকাশ করতে দীর্ঘদিন এমনকি ৮/৯ মাসও চলে যায়। ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের হতাশা বাড়ে। আরো লক্ষ্য করা যায়, পরীক্ষায় দুর্নীতি, অসুদোপায় ও নকলের প্রবণতা রেড়েই চলছে। সারা বছর ঠিকমত লেখাপড়া হয় না, হলেও পরীক্ষা হয় না, পরীক্ষা হলেও সময়মত ফলাফল প্রকাশ হয় না, তাই অপরাধ প্রবণতাও বেশী হচ্ছে। তৃতীয়তঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোস। এখানে প্রায় সারা বছরই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অসন্তোষ লেগেই থাকে। ক্রমান্বয়ে শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের ধর্মঘট তো আছেই। ফলে ছাত্র সমাজই বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যার প্রভাবটা অভিভাবক মহলকে পর্যন্ত ভোগ করতে হয়। তাই আমাদের ভেবে দেখা উচিত, যাতে ছাত্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা।

চতুর্থতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীর্ঘকালের ছুটি। বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। এখানে তীব্রভাবে কোন কিছু পরিলক্ষিত হয় না। তবে ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাকালটা বেশ তীব্রভাবে দেখা দেয়। এ দেশে বর্ষাকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন ছুটি দেয়া হয় না। ছুটি থাকে বছরের অন্যান্য ঋতুতে। সারা বছরই বিভিন্ন উপলক্ষে ৬ (ছয়) মাসের মত বন্ধ থাকে। হিসাবে দেখা যায়, বছরে ১৭৬ দিন বন্ধ থাকে। ফলে বেশী দিন ক্লাস হয় না এবং পাঠ্যসূচীও শেষ করতে পারে না। গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ ছুটি দেয়া হয়। আবার শীতকালীন ছুটিও দেয়া হয়। গ্রীষ্মকালে বেশী গরমের সময় ক্লাসগুলো কিছুদিন দুপুরের পরিবর্তে সকালে শুরু করা যেতে পারে। আর শীতকালীন ছুটির পরিবর্তে তা বর্ষাকালে ঘোষণা করা একান্ত যুক্তিযুক্ত। (বর্তমানের গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন ছুটি প্রচলিত আছে)।

আরো লক্ষ্য করা যায়, রমজানে পুরো এক মাসের উপরে ছুটি থাকে। এত দীর্ঘ ছুটির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না । রমজানে প্রথম ১৫ দিন খোলা রেখে সকালের দিকে ক্লাস করা যায় অথবা কোন পরীক্ষা থাকলে পরীক্ষা নেয়া যায়। মোটামোটি প্রথম ১৫ দিন খোলা রেখে সুবিধামত কাজে লাগানো যেতে পারে।

পরিশেষে ছাত্র সমাজের লেখাপড়ার দিকে বেশী মনোযোগী হওয়া উচিৎ। তারা যাতে সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে নিজকে গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীর্ঘ ছুটি কমিয়ে শীতকালীন-গ্রীষ্মকালীন ছুটির পরিবর্তে বর্ষাকালীন ছুটি ঘোষণা করা যেতে পারে।

—মোঃ হাশেম